SEC-2: The making of Indian Foreign policy

4th Semester (H) - SEC

Kamal Sarkar

Unit – 2. Regional Cooperation

Question – আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আসিয়ান (ASEAN) এর ভূমিকা আলোচনা কর?

⇒ আসিয়ান (ASEAN) হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অ-সামরিক সংগঠন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয় ১৯৫০ এর দশক থেকেই। এই অঞ্চলে প্রথম যে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে সেটি হল SEATO (South East Asia Treaty Organization)। এটি মূলতঃ একটি সামরিক জোট যা ১৯৫৪ সালে ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে গড়ে ~~উঠেছিল~~ উঠেছিল এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৭৫) পর্যন্ত টিকে ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে যেসব সংগঠন গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ASEA (Association of South-East Asia) এবং মালয়, ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে গঠিত MAPHILINDO। প্রথমটি ~~সালে~~ ১৯৬১ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৩ সালে গঠিত হয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি হলেও সাম্যবাদের প্রসার রোধ ছিল এই সব রাষ্ট্র জোটের উদ্দেশ্য। এরপর ১৯৬৭ সালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয় আসিয়ান (ASEAN)। Next study meterial

↓

① আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব
— প্রণব কুমার মালাকার

② আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও তথ্য
অরুণ সেন

15.3 আসিয়ান (ASEAN or Association of South-East Asian Nations)

● **গঠন ঃ** আসিয়ান হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন হল এই আসিয়ান । ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশ নিয়ে আসিয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ দেশগুলি হল—ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস্, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড। পরবর্তীকালে আরও পাঁচটি দেশ এই সংগঠনটির সদস্যপদ গ্রহণ করে। সেই দেশগুলি হল—ব্রুনেই, মায়ানমার, কাম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনাম।

15.3.1 *লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য*

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। এগুলি বাস্তবায়িত বা কার্যকরী করতে আসিয়ান আগ্রহী। আসিয়ানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;

(ii) সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা;

(iii) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করা;

(iv) আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষিত করা;

(v) সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে তাদের মধ্যেকার অনৈক্য শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করার সুযোগ করে দেওয়া।

15.3.2 *আসিয়ান গঠনের পূর্বেকার ইতিহাস*

১৯৬১ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশ—ফিলিপিনস্, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড একটি সংগঠন স্থাপন করে। এই সংগঠনটির নাম ছিল আসা (ASA বা Association of South-East Asia)। পরবর্তীকালে এই সংগঠনটি আসিয়ান গঠনের পথ প্রশস্ত করে। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস্, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড-এর বিদেশমন্ত্রী ব্যাঙ্কক (Bangkok)-এ মিলিত হয়ে একটি ঘোষাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাপত্রটি ইতিহাসের পাতায় **'আসিয়ান ঘোষণাপত্র'** (ASEAN Decleration) বা **'ব্যাঙ্কক ঘোষণাপত্র'** (Bangkok Declaration) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়ান নামক সংগঠনটি জন্ম লাভ করে। এই পাঁচটি দেশের পাঁচজন বিদেশমন্ত্রীকে আসিয়ানের প্রতিষ্ঠা-জনক রূপে অভিহিত করা হয়। এরা হলেন—ইন্দোনেশিয়ার আদম মালিক (Adam Malik), ফিলিপিনিসের নারসিসো রামোস (Narciso Ramos), মালয়েশিয়ার আবদুল রজাক (Abdul Razak), সিঙ্গাপুরের এস. রাজারতনাম্ (S. Rajaratnam) এবং থাইল্যান্ডের থানাট খোমান (Thanat Khoman)।

কতকগুলি ঘটনা আশিয়ান গঠনের প্রেরণা রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এগুলি হল—

(i) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির শাসক প্রবরবৃন্দ (elite) যাতে জাতি-গঠন কাজে মনোনিবেশ করে;

(ii) কমিউনিজমের ভয়;

(iii) ১৯৬০ দশক থেকে বাইরের শক্তির প্রতি আস্থা হারানো ও

(iv) মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী ছিল।

15.3.3 *আসিয়ানের সদস্য-বৃদ্ধি*

জন্মকালে পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্র নিয়ে আসিয়ান গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এর সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালের ১ জানুয়ারি ব্রুনেই দারুসালাম্ (Brunei Darussalam) স্বাধীনতা অর্জন করে। আর ৮ জানুয়ারি ব্রুনেই আসিয়ানের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৯৫ সালের ২৮ জুলাই ভিয়েতনাম আসিয়ানের সপ্তম সদস্য-রূপে স্থান লাভ করে। ১৯৯৭ সালের ২৩ জুলাই লাওস (Laos) এবং মায়ানমার আসিয়ানের সদস্যপদ গ্রহণ করে। লাওস এবং মায়ানমারের সঙ্গে কাম্বোডিয়ারও আসিয়ানের সদস্য-রূপে যোগদান করার কথা ছিল। কিন্তু কাম্বোডিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলে সে সময় কাম্বোডিয়া আসিয়ানের সদস্যপদ লাভ করতে অক্ষম হয়। অবশেষে কাম্বোডিয়া ১৯৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল আসিয়ানের সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে বর্তমানে আসিয়ানের মোট সদস্য সংখ্যা ১০। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ২০১১ সালের প্রথম দিকে পূর্ব তিমর (East Timor) আসিয়ান সচিবালয়ের কাছে একটি চিঠি দেয়। তাতে তারা আসিয়ানের ১১তম সদস্য হিসেবে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

15.3.4 *আসিয়ানের সনদ (ASEAN Charter)*

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই আঞ্চলিক সংগঠনটিকে ইউরোপীয় কমিউনিটির মতো গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে আসিয়ানের সদস্যরা ২০০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা (Jakarta)-য় মিলিত হয়ে আসিয়ানের জন্য একটি সনদ (charter) গ্রহণ করে। এর আগে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে এই সনদটি স্বাক্ষর করা হয়। এই সনদের ফলে আসিয়ান একটি আইনগত সংস্থায় পরিণত হয়।

এই সনদের মৌল নীতিগুলি হল—

(i) প্রত্যেকটি আসিয়ান সদস্য-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমিকতা, সাম্য, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং জাতীয় পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা;

(ii) আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং সাফল্য বৃদ্ধি করার জন্য যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করা;

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) আগ্রাসন এবং বলপ্রয়োগের হুমকি বা বলপ্রয়োগ করা থেকে বা অন্য কোনো কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা যা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী;

(iv) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার ওপর নির্ভর করা;

(v) আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;

(vi) প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র যাতে তার জাতীয় অস্তিত্ব বাহ্যিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা;

(vii) আসিয়ানের সাধারণ স্বার্থকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে বর্ধিত হারে আলাপ-আলোচনা করা।

(viii) আইনের অনুশাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকারের নীতি মান্য করা;

(ix) মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা;

(x) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

(xi) এমন কোনো নীতি বা কার্যকলাপ যা কোনো আসিয়ানের সদস্য-বা অন্য কোনো রাষ্ট্র বা কোনো অ-রাষ্ট্রীয় কারক দ্বারা কার্যকরী হচ্ছে যার দ্বারা আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতা, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে তা থেকে বিরত থাকা;

(xii) আসিয়ানের জনগণের বিবিধ সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং বিভেদের মধ্যে ঐক্যের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা;

(xiii) বাহ্যিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসিয়ানের কেন্দ্রীয় অবস্থান বজায় রাখা;

(xiv) বাজার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির পথে সব বাধা অপসারণ করা।

15.3.5 *আসিয়ানের আঞ্চলিক ফোরাম (ASEAN Regional Forum)*

১৯৯৪ সালে আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম গঠন করা হয়। এই ফোরাম গঠনের উদ্দেশ্য হল আলাপ-আলোচনা বজায় রাখা, এই অঞ্চলে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলা এবং প্রতিরোধাত্মক কূটনীতি কায়েম করা। বর্তমানে যেসব দেশ এই আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের অংশগ্রহণকারী তারা হল— অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কানাডা, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, ইওরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, রাশিয়া, পূর্ব তিমর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলঙ্কা এবং আসিয়ানের সব সদস্যগণ।

15.3.6 *বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসিয়ানের উদ্যোগ*

আঞ্চলিক সহযোগিতা বাস্তবায়িত করা আসিয়ানের লক্ষ্য। আসিয়ান মনে করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্জন করার তিনটি স্তম্ভ আছে, আর এগুলি হল— নিরাপত্তা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সংহতি সাধন করা। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি সাধনে আসিয়ান অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।

১৯৯২ সালের ২৮ জানুয়ারি আফটা (AFTA বা Asean Free Trade Area) স্থাপিত হয় একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। আসিয়ানের সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যাতে দ্রব্যাদিসমূহ বিনা প্রতিবন্ধকতায়

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চলাফেরা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আফটা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তা ছাড়া, এর দ্বারা আসিয়ানের সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাতে শুল্ক হ্রাস করা হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়। ২০০৭ সাল থেকে আসিয়ানের দেশগুলি আমদানি শুল্ক ধীরে ধীরে কমাচ্ছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে এই আমদানি শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে।

২০১৫ সালের মধ্যে আসিয়ান অর্থনৈতিক কমিউনিটি (ASEAN Economic Community) গড়ে তুলতে চায়। এটি গড়ে তোলার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। এগুলি হল—

(i) একটি বাজার সৃষ্টি করা;

(ii) প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা;

(iii) সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলা ও

(iv) এই অঞ্চলটির পুরোপুরিভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংহতি সাধন করা।

এ ছাড়া, অনেকগুলি দেশের সঙ্গে আসিয়ান মুক্তি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যে দেশগুলির সঙ্গে আসিয়ান এরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলি হল—গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ভারত। গণ প্রজাতন্ত্রী চিনের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আসিয়ান-চিন মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপিত হয়েছে। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকরী হয়েছে। এ ছাড়া, বর্তমানে আসিয়ান ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে এরূপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য আলাপ-আলোচনা করছে।

আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির উন্নতি ব্যতীত, এই অঞ্চলের শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে আসিয়ান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল চুক্তি** (South-East Asian Nuclear Weapon-Free Zone Treaty) স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯৯৭ সালের ২৮ মার্চ। কিন্তু ফিলিপিনস্ এই চুক্তিটি অনুমোদন করে না। অবশেষে ফিলিপিনস্ চুক্তিটি অনুমোদন করলে চুক্তিটি পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয় ২০০১ সালের ২১ জুন। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের সকল পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়।

একবিংশ শতাব্দী থেকে আশিয়ান পরিবেশ সমস্যার ওপর আলোকপাত করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আলাপ-আলোচনা করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের কুয়াশা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০২ সালে 'ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution' স্বাক্ষর করা হয়। আরও কতকগুলি পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আসিয়ান। এগুলি হল—পূর্ব এশিয়ার শক্তির নিরাপত্তার জন্য **সেবু ঘোষণাপত্র** (Cebu Declaration on East Asian Energy Security), ২০০৫ সালে 'ASEAN Wildlife Enforce-ment Network', 'Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate'।

২০০৩ সালের বালি কনকর্ড-২ (Bali Concord II) দ্বারা আসিয়ান গণতান্ত্রিক শান্তি (demo-cratic peace)-র প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছে। এর দ্বারা আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করেছে যার দ্বারা আঞ্চলিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এমনকি এসিয়ানের অগণতান্ত্রিক সদস্যরাও এই মত ব্যক্ত করেছে যে, এই নীতির প্রতি সকলের আস্থা থাকা উচিত।

১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি সংঘ গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

15.3.7 আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন

আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন প্রথমে প্রতি পাঁচ বছর (১৯৮৭ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) এবং পরে প্রতি তিন বছর অন্তর (১৯৯২ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে প্রতি বছর এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের জরুরি সমস্যা সমূহের নিরসনের জন্য এরূপ বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যেকটি সদস্য-রাষ্ট্রের সরকারের প্রধানগণ মিলিত হন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের চেস্টা করেন। তা ছাড়া, আসিয়ানের সদস্য-রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করা হয়ে থাকে যার দ্বারা এসব রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

আজ পর্যন্ত আসিয়ানের যেসব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি হল—

(i) ১৯৭৬ সালে বালি (Bali)-তে;
(ii) ১৯৭৭ সালে কুয়ালালামপুর (Kualalumpur)-এ;
(iii) ১৯৮৭ সালে ম্যানিলা (Manila)-তে;
(iv) ১৯৯২ সালে সিঙ্গাপুর (Singapore)-এ;
(v) ১৯৯৫ সালে ব্যাঙ্কক (Bangkok)-এ;
(vi) ১৯৯৮ সালে হ্যানয় (Hanoi)-তে;
(vii) ২০০১ সালে বান্দার সেরি বেগওয়ান (Bandar Seri Begawan)-এ;
(viii) ২০০২ সালে নম পেনহ্ (Phnom Penh)-তে;
(ix) ২০০৩ সালে বালিতে;
(x) ২০০৪ সালে ভিয়েনটিয়ানে (Vientiane)-তে;
(xi) ২০০৫ সালে কুয়ালালামপুর-এ;
(xii) ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে সেবু (Cebu)-তে (২০০৬ সালের শীর্ষ সম্মেলন);
(xiii) ২০০৭ সালের নভেম্বরে সিঙ্গাপুর-এ;
(xiv) ২০০৯ সালের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন দুভাগে অনুষ্ঠিত হয়—
   (ক) ২০০৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চা অম, হুয়া হিন (Cho Am, Hua Hin)-এ;
   (খ) ২০০৯ সালের ১০ ও ১১ এপ্রিল-এ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাটায়া (Pattaya)-তে;
(xv) ২০০৯ সালের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর মাসে চা অম, হুয়া হিন-এ;
(xvi) ২০১০ সালে দু'বার শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুটিই অনুষ্ঠিত হয় হ্যানয়তে।
(xvii) ২০১১ সালেও দু'বার শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় জাকার্তা (Jakarta)-তে এবং দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বালি-তে।

■ **মূল্যায়ন :** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে আসিয়ানের নিঃসন্দেহে গুরুত্ব আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা কার্যকরী করতে আসিয়ানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে আসিয়ান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ সব সত্ত্বেও আসিয়ানের বিরুদ্ধে কতকগুলি সমালোচনার অবতারণা করা হয়ে থাকে। এগুলি হল—

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(i) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আসিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে আসিয়ান মায়ানমার-এর সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নরম মনোভাব পোষণ করে। মায়ানমার-এর সামরিক কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছাচার ভাবে জনগণের মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করছে এবং জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-এর ওপর নির্মম সামরিক অত্যাচার চালাচ্ছে। এ সব সত্ত্বেও আসিয়ান মায়ানমারকে আসিয়ানের সদস্য পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে না। উপরন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত সব অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। এই কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সেজন্য মুক্ত বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসিয়ানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে রাজি হচ্ছে না। তবে বর্তমানে কিছুটা হলেও মায়ানমারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিককরণের দিকে এগোচ্ছে।

(ii) আসিয়ানের বিরুদ্ধে বলা হয় যে আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলনে অনেক বাগাড়ম্বর বক্তব্য পেশ করা হয়। কিন্তু কাজের ব্যাপারে আসিয়ান তেমন ভাবে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বড়ো বড়ো কথা বলা সত্ত্বেও কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বল্প পদক্ষেপ নিয়েছে আসিয়ান ("big on words but small on action")। এই কারণে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেন আসিয়ানকে যে "কথা বলার দোকান" ("talk shop") হিসেবে অভিহিত করা হয়, আসিয়ানের তা হওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে ফিলিপিনস্-এর বিদেশ সচিব আলবারটো রোমুলো (Alberto Romulo) বলেন যে আসিয়ানকে কথা বলার দোকান না হয়ে কাজ করার দোকান (work shop) হওয়া দরকার।

(iii) 'International Institute of Strategic Studies, Asia'-র প্রধান টিম হাক্সলী (Tim Huxley) বলেন, আসিয়ানের মধ্যে বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এ জন্য অর্থনৈতিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী যুগে আসিয়ানের কোনো বাহ্যিক ভীতি না থাকায়, আসিয়ান তার সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যেকার সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যেকার সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ বলতে এখানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যেকার সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(iv) সমালোচকরা বলেন আসিয়ানের অর্থনৈতিক সংহতির উদ্যোগ সদস্য-রাষ্ট্রের শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং অনেককেই তাদের চাকরি থেকে ছাটাই করা হবে। তা ছাড়া, আসিয়ানের বিরুদ্ধে এও বলা হয় যে, এই সংগঠনটি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবসম্পন্ন যা দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে। তা ছাড়া, আসিয়ান তার সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner